কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইতিহাসের বিচারে, ১৯৪২-৫২ সাল পর্যন্ত বাংলা প্রাক্তন ও মানুষাস্তু বিপর্যয় বা সমস্যার জন্য জড়িত। এই সমস্যা বিপর্যয় বা সমস্যার কারণ-কারণ ও দায়-দায়িত্ব বিলোপে বহু ভাবান্ত চিত্ত হয়েছে। কিন্তু বিপর্যয়-জনিত দুর্দশা লাঘবের জন্য সমষ্টিগত প্রায়াসের প্রকাশ বা গ্রাণ্ডারের তিতির দিয়ে ঘটে থাকে, তা স্তব্ধতাভে এখনো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

বিষয়টি নিয়ে গবেষণাকারের ভাবনা-চিত্ত ও কুই এর গভীরতা মনোনিবেশ করে। এ বিষয়ে গবেষণাকর্মে উৎসাহ প্রদান এবং তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অ্যাক্সার নিউনিয়েশ গুহ। তিনি গবেষণাসম্পর্কের শিরোনাম দেন “বাংলার গ্রাণ্ডার : সরকারী পদক্ষেপ ও বেসরকারী সংগঠনসমূহ, ১৯৪২-৫২” এ বিষয়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের পক্ষ-পরিকাঠিকতা ও প্রতিবেদন এবং সমকালীন সমস্যার দিকে সৃষ্টিসৃষ্টি দিয়ে যে অনুপ্রস্থ দেখিয়েছিলেন এবং তার সম্পূর্ণতার অপরাধে যে গবেষণাসম্পর্কে রচিত হয় তার জন্য তার প্রতি আমার সম্ভ্রম প্রশংসা জানাই।

গবেষণা সম্পূর্ণকার্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহায়তা ও সহযোগিতা পেয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাসম সংহ্য ও মহারাষ্ট্রী রিলিফ সোসাইটি এফ্যুক্যে সংস্থাগুলি। বরান্দাগার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এরিয়া লাইনের, উদ্বোধন কার্যলয় ও জাতীয় প্রশাসনের নানাভাবে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন সংস্থাগুলির বিভিন্নী শিক্ষকদের উপাদান, উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞানি নির্দেশ আমাকে উপকৃত করেছে। আমার কর্মক্ষেত্রের বরান্দাগার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্মৃতি বিভিন্ন সংস্থাগুলি রামকৃষ্ণ প্রধান শিক্ষক স্মৃতি সৃষ্টিতে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন। এদের জন্য আমি কৃতজ্ঞতাচিত্তে অরণ্য করি।

এতেরক্ষে অনিবার্য কারণবশত এবং নিজের কিছু ভুল-ক্ষেত্রের কারণে পিঁ-এইচডি পরিকার জন্য গবেষণা প্রক্রিয়ার পূর্ব চর্চার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দেওয়া সত্ত্ব হয় নি।

দীর্ঘ প্রচুর ও পরিমাণের সফল-গবেষণা সম্পর্কিত জমা দিতে না এর প্রয়োজন করে। অবশেষে অ্যাডিক্স মহিলামহিলার সরকারের প্রমাণ, সরকারী ও সুব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানীর নতুন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করি (বিষয়ক অপরিবর্তিত রেখে “গ্রাণ্ডার : সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ, বাংলা, ১৯৪২-৫২” এই শিরোনাম)। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনটি অনুমোদন করে। পরবর্তী পর্যায়ে অ্যাডিক্স সরকার গবেষণা সদর্দার ব্যবস্থাগুলির পূর্বে জমা দেওয়ার নিয়ম ব্যবহার গ্রহণ করেন।

তার কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে বক্ত।

(নামের লিখিত)

সুবিধার বিভাগ

২৯/২২/২২
সূচিপত্র

ভূমিকা 2-4

* প্রথম অধ্যাযঃ
  ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট 5-22

* দ্বিতীয় অধ্যাযঃ
  দক্ষিণবঙ্গে ঝালা ও জলোচ্ছাস 23-46

* তৃতীয় অধ্যাযঃ
  পঞ্চাশের মধ্যে 47-211

* চতুর্থ অধ্যাযঃ
  সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা, ১৯৪৬। 212-241

* পঞ্চম অধ্যাযঃ
  দেশভাগ ও উদ্ধার সমস্যা 242-307

* ষষ্ঠ অধ্যাযঃ
  উপসংহার 308-310

  পরিষিদ্ধ

  ১/ চিত্রে ও আবেদনে ভারত সেবাশ্রম সংস্থার জন্য ও উদ্ধারকার্য।
  ২/ জন্য ও পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রী জহুরলাল নেহেরু ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
    বিধানসভা রায়ের আবেদন।
    সহায়ক প্রস্তাপ

  ৩১৮-৩২১
চুমিকা

ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যেমন অভ্যন্তর সেরকম এ দেশের প্রকৃতি কখন কোথায় রূপমূর্তি ধারণ করবে তা বলা অসম্ভব। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে হয় পাওয়া যাবে, কিন্তু আবহাওয়াবিদের পূর্বে নূমায় ব্যাপক করে প্রকৃতি কখন তার নিজের ইচ্ছাসূচয়ী ভাবালু মূর্তি ধারণ করে তখন আমরা সাধারণ মানুষ অসহায় বোধ করি। প্রকৃতির রূপরেখার সামনে মানুষের অসহায়তা বর্তমানকাল পর্যন্ত বার বার ধরা পড়েছে। কিন্তু এখানে পর্যন্ত প্রকৃতির বিরোধিতা অতিরিক্ত করে আমরা প্রায়ই পরিস্থিতিকে নিজেদের আমাদের অন্যতে বার্তা না, রূপকক্ষের জন্য প্রকৃতি কে কথার দারী করা যায়, কথার কথায়ই বা বা তার মানুষ-সৃষ্টি তার নিয়ে সমাজসূত্রিয় ইতিহাস বহ ভাবনা চিত্র করেছেন। এই সমব ভাবনা চিত্রায় কিছু প্রতিফলন বর্তমান গবেষণা সমর্থে প্রযোজনামত উল্লেখিত হয়েছে। কারণ কেবল প্রকৃতি-ই নয়, মানুষের অন্তর্ভূত সামগ্রীর অনেক অন্তর্ভূত করেছে।

বিপর্যয়ের কারণ সমাজকর্মীর সময়ে সামগ্রীর অন্তর্ভূত সমগ্রীর দিকগুলির প্রতিও আমাদের অন্তর্ভূতি নির্দেশ করতে হয়।

ব্রাহ্মণ সংগঠন নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিশেষ সুসমাচার আলোচনা পাওয়া যায় না। কোন একটি বিশেষ ঘটনার বিশদ্ধ-সূচে ব্রাহ্মণের বিবরণ হান পেলেও বিষয়টির সাক্ষাৎকারে এখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। অথচ বিপর্যয় যেমন সৌন্দর্ণপুরাণে প্রাচীলের ধারাবাহিকতা না থাকাতেই অন্তর্ভুক্তি। বিপর্যয়-জনিত দূর্বল লাঘবের জন্য সমাজকর্মীর ভিতর দিয়ে ঘটে।

ব্রাহ্মণ সামগ্রী কথাগুলি সামগ্রী যেমন আমারা গত শতকের বালার ইতিহাসে এক দশকে (১৯৪২-১৯৫২) বিপর্যয়ের ভিনং-চারটি প্রধান ঘটনার ওপর দৃষ্টি নিবৃত্ত করেছি।— এখানে, ১৯৪২ গ্রামের দক্ষিণযান্ত্রের প্রবংশীয় ঝোঁ, পশ্চিমের মধ্যত্ত, সামুদ্রায়িক দাঙ্গা এবং দেশীয় সম্মতি। এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত পূর্ব ভাগে বিভিন্ন সময়ে দূর্বল এবং বন্যার সংকটপর আলোচনা প্রথম অগ্রণী করা হয়েছে। শুরু থেকে প্রশাসনের অবহেলা পাশাপাশি ব্রাহ
সংগঠনে ক্ষতিপূর্ণ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা বড় হয়ে উঠেছে। উদাহরণ বিহারের সিতারা রায়ের নাম করা যেতে পারে। ছিয়াতের মহাকর্ষর সময়ে তাঁর পাটনা শহর দূর্গাধীর মধ্যে খাল বন্দনের ব্যাপ্তি করেন। কেনাবাণ বিপর্যয় ঘটতে পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীর শুরুতে পূর্ব অংশ হয়ে উঠেছিল। মহাশয়া অশ্বিনীকুমার দত্ত, ভট্টাচার্য নিজের ও মতো সমুদ্র বন্ধুর মতো বর্ণে দেশনায়কেরা ব্রাহ্মণকর্মের সাথে কিভাবে নিজেদের মুক্তি করেন তাঁর আমারা আলোকপথে আলোকপথে করছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৪২ সালের অপরাধ প্রচেষ্টা করা হয় ও জনান্য হারান করা মন্ত্রণালয়ের পর প্রথমের বিষয়ে অপরাধের জন্য অপরাধ ক্ষতিগ্রস্থ একর পরিদর্শন করার আগে ঘটনার পদক্ষেপ করে সরকারের কেন্দ্রের উদ্ধৃতির কথা। ১৯৪২ সালের আইনের মুখ্য ক্ষেত্র ভাগ্য ও জনান্য হারান করা মন্ত্রণালয়ের পর প্রথমের বিষয়ে অপরাধের জন্য অপরাধ ক্ষতিগ্রস্থ একর পরিদর্শন করার আগে ঘটনার পদক্ষেপ করে সরকারের কেন্দ্রের উদ্ধৃতির কথা।

মেদিনীপুর ও ভাইস ভারতের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পর্কের সাথে জেলাবাসীদের প্রতি একর বিদ্যমান প্রতিরোধ করে যে মুর্তিতে নির্দেশিত করে। মুসলিম লীগ তখন বাংলায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পর্কের সাথে জেলাবাসীদের প্রতি একর বিদ্যমান প্রতিরোধ করে যে মুর্তিতে নির্দেশিত করে। মুসলিম লীগ তখন বাংলায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পর্কের সাথে জেলাবাসীদের প্রতি একর বিদ্যমান প্রতিরোধ করে যে মুর্তিতে নির্দেশিত করে।

প্রধান মন্ত্রী লীগ তখন একদিন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পর্কের সাথে জেলাবাসীদের প্রতি একর বিদ্যমান প্রতিরোধ করে। মুসলিম লীগ তখন বাংলায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পর্কের সাথে জেলাবাসীদের প্রতি একর বিদ্যমান প্রতিরোধ করে। মুসলিম লীগ তখন বাংলায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পর্কের সাথে জেলাবাসীদের প্রতি একর বিদ্যমান প্রতিরোধ করে। মুসলিম লীগ তখন বাংলায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পর্কের সাথে জেলাবাসীদের প্রতি একর বিদ্যমান প্রতিরোধ করে।

এই ইতিহাস পুনরায় আমার সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত তথ্য সত্যায়ন করার জন্য সত্যায়ন করা আইন সভার কার্যবিধিনী কমিটি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সাহায্য সর্বনাশ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনত প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেবলমাত্র তখনই আবার তার প্রয়োজন থাকি নি। এই গবেষণার সমন্বয়ে আমরা সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি পরিবর্তন এসেছিল কিনা পক্ষ অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি শেষ অধ্যায়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই ইতিহাস পুনরায় আমার সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত তথ্য সত্যায়ন করার জন্য সত্যায়ন করা আইন সভার কার্যবিধিনী কমিটি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সাহায্য সর্বনাশ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনত প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেবলমাত্র তখনই আবার তার প্রয়োজন থাকি নি। এই গবেষণার সমন্বয়ে আমরা সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি পরিবর্তন এসেছিল কিনা পক্ষ অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি শেষ অধ্যায়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।
প্রকাশিত উদ্যোগ এবং প্রশ্ন পত্রিকার কথা যা এখন পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। মারোয়াড়ী রিলিফ সেসাইটের হীরক জয়ঙ্কী গ্রন্থ এবং পিপলস রিলিফ কমিটি প্রকাশিত পিপলস রিলিফ কমিটি দুর্দিনে ইতিবৃত্ত অনুরূপভাবে আমাদের কাছে লেগেছে। শিশু-সাহিত্যে সে যুগের প্রতিফলন প্রসঙ্গ আলোচনার অর্থদৃষ্টি হয়েছে। পরিচিতে সেকালের কিছু আলোকচিত্রের প্রতিলিপি সম্বিদ্ধ হয়েছে।

আশা করি আলোচনার সময় সম্পর্কে ধারণা করতে এগুলি আমাদের সাহায্য করবে। পঞ্চবিংশন থেকেও ইতিহাসে মানুষের অবশাস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শুরুর বিজ্ঞাপনটি অনেক কথার তুলনায় অধিক তাতপর্যপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়েছে।